দর্শনা সীমান্তে ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২২ টি স্বর্ণের গহনা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অভিযান চালিয়ে ভারতীয় তৈরি কৃত ৩শ ৬ গ্রাম ওজনের ২২টি স্বর্ণের তৈরিকৃত গহনা উদ্ধার করেছে। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাকারবারিকে আটক করতে পারেনী।

বিজিবি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) সকাল পৌনে ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর কাজী আসিফ আহমদের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনার ছয়ঘরিয়া গ্রামে। এ সময় সুলতান ক্যাম্পের হাবিলদার আরিফুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৭/৫-হতে আনুমানিক ১ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার পাশে এ্যাম্বুশ করে।

এ সময় বিজিবির টহল দল সন্দেহভাজন তিন ব্যক্তিকে মোটর সাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্ত হতে দর্শনা অভিমুখে দিকে যেতে দেখে। বিজিবি টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল আরোহীগণ মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে সীমান্ত অভিমুখে পালানোর চেষ্টা করে। পরে চোরাকারবারীদের ধাওয়া করলে মোটরসাইকেলের পিছনে থাকা আরোহী তার সাথে থাকা একটি প্লাষ্টিকের ব্যাগ ফেলে দৌড়ে বাগানের ভিতর পালিয়ে যায়।

এ সময় বিজিবি চোরাকারবারীদের ফেলে যাওয়া প্লাষ্টিকের ব্যাগটি জব্দ করে। জব্দকৃত প্লাষ্টিকের ভিতর হতে স্কচ টেপ দ্বারা মোড়ানো ৩শ ৬ গ্রাম ওজনের ভারতীয় তৈরীকৃত ২২টি স্বর্ণের গহনা উদ্ধার করে। যার আনুমানিক সোনার গহনার মৃল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

এ ঘটনায় হাবিলদার মোঃ আরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে জব্দকৃত স্বর্ণের গহনাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়া শেষ করে ট্রেজারী অফিসে জমা দেন ।

দামুড়হুদার হুদাপাড়ায় পিস্তল, গুলি ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

দামুড়হুদা উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী হুদাপাড়া গ্রামের মাঝপাড়ার মিলন হালসোনার বাড়ির পিছনে গোবরের গাদার ভিতর থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় পুরাতন কাপড়ের টুকরা দ্বারা মোড়ানো দেশীয় ১টি পুরাতন রিবলবার, তিন রাউন্ড গুলি ও ৪৭ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি অধিনায়ক লে: কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান (পিএসসি) আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটেলিয়ান সূত্রে জানা গেছে গতকাল সোমবার (১৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির মুন্সিপুর বিওপি’র সদস্যরা এসব আগ্নেয়াস্ত্র গুলি ও ফেন্সিডিল জব্দ করে। উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও মাদকদ্রব্য বিজিবি’র ব্যাটালিয়ন সদরে জমাকরণের পাশাপাশি দামুড়হুদা থানায় একটি জিডি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবীর বলেন চুয়াডাঙ্গা বিজিবি-৬ এর পক্ষ থেকে পিস্তল ও গুলি উদ্ধারের বিষয়ে একটি সাধারন ডায়েরি করা হয়েছে।

গাংনীতে যৌথবাহিনীর অভিযানে বন্দুকের সিসা কার্তুজ উদ্ধার

মেহেরপুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় বন্দুকের ৪ রাউন্ড সিসা কার্তুজ

উদ্ধার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন(র্যাব-১২) ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী (সিপিসি-৩) মেহেরপুর ক্যাম্প ও যৌথবাহিনী।

আজ রবিবার (৩ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে যৌথিাহিনীর উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প, মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্প ও গাংনী থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালান।

র্যাব-১২, মেহেরপুর সিপিসি-৩, কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ পিপিএম আজ দুপুরে সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রামের মোঃ সোহাগ সর্দারের বাড়ির নির্মানাধীন বাথরুমের বালির নিচে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় এই সিসা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ওই বাড়িতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি যৌথ কমান্ডের আভিযানিক দল ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। সোহাগ সর্দারকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর কোন সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় এবং তথ্য দাতার সংবাদ উদ্দেশ্য প্রনোদিত মনে হওয়ায় কার্তুজগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়া এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। উদ্ধারকৃত সিসা কার্তুজ জিডিমূলে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির অভিযানে ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় বিজিবির চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্গত হুদাপাড়া মাছপাড়া নামক স্থান দিয়ে স্বর্ণের একটি চালান পাচার করা হবে। এ সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের পরিকল্পনা এবং দিক-নির্দেশনা মোতাবেক হুদাপাড়া বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার মো. মজনুল করিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্তের ৯৫/৩-এস পিলার হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছপাড়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়। দুপুর পৌনে ২ টার সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

এ সময় চালক মোটরসাইকেলটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি সদস্যরা চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেল তল্লাশি করে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সার পাইপের মধ্যে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ১টি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত প্যাকেটের ভেতর থেকে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার জব্দ করে। জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে আবারও ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বোমা, কাফড়ের কাপড় ও সাবান উদ্ধার

আবারও ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাতবোমা, কাফনের কাপড়, সাবান ও আগরবাতি রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি গ্রামের ব্যবসায়ী সুমন

আলীর বাড়ির হেসেল ঘরের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

এনিয়ে গত এক মাসে গাংনী উপজেলার পৃথক তিনটি স্থানে হাতবোমা, কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে গেছে।

গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বাড়ির মালিকের ফোন কল পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এতে লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোমা, এক টুকরো কাফনের কাপড়, দুটি শাবান ও আগরবাতি উদ্ধার করা হয়। গৃহকর্তা সুমনের বাড়ির হেসেল ঘরের চুলার পাশে এগুলো রেখেছিল দূবৃর্ত্তরা। বোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে।

গৃহকর্তা সুমন আলী জানান, সকালের আমার স্ত্রী রান্না করতে গিয়ে এগুলো দেখে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। পরে এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিলে পুলিশ এসে এগুলো উদ্ধার করেন। তিনি বলেন, আমাকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বা কাউকে ফাঁসানোর জন্য হয়তো দূর্বৃত্তরা একাজ করেছে।

সুমন আলী আরও জানান, কয়েকদিন আগে গ্রামের মামা সম্পর্কের ইকবার আলী, মিয়াজান আলী আমাকে গ্রাম থেকে ৫/৬ মাসের মত চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তার আগে ৬ আগষ্ট কড়ইগাছি বাজারে আমার জুদ সেন্ডেল ও কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন বলেন, লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি হাত বোমা, এক টুকরো কাফনের কাপড়, দুইটি সাবান, আগরবাতি উদ্ধার করা হয়েছে। কাউকে ফাঁসানোর জন্য নাকি হুমকী দেওয়ার জন্য এগুলো রেখে গেছে পুলিশ তদন্ত করছে। এঘটনায় মামলা হবে।

দামুড়হুদার গোবিন্দপুর মাঠ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

দামুড়হুদা গোবিন্দপুর মাঠ থেকে মান্নান নামের একজন যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে এ লাশ উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। নিহত আব্দুল মান্নান (৪০) গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত হিরাজ মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত হিরাজ মন্ডলের ছেলে আব্দুল মান্নান পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষপান করে গোবিন্দপুর মাঠে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। সকালে মাঠে কৃষি কাজ করতে গিয়ে একজন কৃষক মৃতের লাশ পড়ে থাকতে দেখে দামুড়হুদা মডেল থানায় সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা সার্কেল জাকিয়া সুলতানা ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ূন কবির, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায় গতকাল রবিবার সকাল ৭টার সময় বাসা থেকে বের হয়। নিহত আব্দুল মান্নান দর্শনা ভাই ভাই গার্মেন্টসের কর্মচারী ছিলেন তিনি। রাতে আর বাসায় ফিরে আসেনি অনেক খোঁজা খুঁজি করেও তাকে পাওয়া যাইনি। আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে লোক মারফত সংবাদ পাই সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোঃ হুমায়ূন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিবারের কারো কোন অভিযোগ নেই। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত শেষে লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এবিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা রজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অর্ধগলিত মরদেহ

উদ্ধার

মেহেরপুর সরকারি কলেজের পিছন থেকে অর্ধগলিত অজ্ঞাত এক ব্যক্তির (আনুমানিক বয়স ৫০) মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের পেছনের আমবাগানের মাঝখানে একটি আমগাছের ডালের সাথে ঝোলানো অর্ধবসা অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয়দের ধারণা ৪/৫ দিন আগে মারা গেছেন ওই ব্যক্তি।

আজ রবিবার (২০ অক্টোবর) দুপুর দুইটার দিকে সদর থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করেন।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, গলায় রশি পেঁচিয়ে আম গাছের একটি ডালের সাথে ঝোলানো রয়েছে। তার পরা লুঙ্গিটিও গলায় জড়ানো। তারা ধারণা করছেন তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছে দুর্বৃত্তরা। পুজার টানা কয়েকদিনের ছুটি শেষে আজ রবিবার কলেজটি খোলা হয়েছে। এই ক’দিন নির্জন থাকায় এই ঘটনাটি ঘটতে পারে। তার শরীরের অসংখ্য পোকা লাগায় চেনার কোনো অবস্থা নেই বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শিরা।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, দুপুরের দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজের পেছনের আমবাগান থেকে বিকট দুর্গন্ধ বের হলে মানুষজন সেখানে যায়। পরে বাগানের মাঝখানের একটি আম গাছের একটি ডালের সাথে রশির সাথে ঝোলানো অর্ধবসা অবস্থায় মরদেহ দেখে আমাদের খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থল থেকে অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করে সুরোতহাল শেষে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা এখনি কিছু বলা যাচ্ছেনা। ময়না তদন্ত রিপোর্ট শেষে বলা যাবে।

কুমারখালি থেকে লুট হওয়া তিনটি গরু কুষ্টিয়া থেকে উদ্ধার

কুমারখালি উপজেলা চাপড়া ইউনিয়নের পাহাড়পুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের বাড়ী থেকে লুট হওয়া তিনটি গরু সদর উপজেলার আলামপুর এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গরু তিনটির দাম প্রায় আট লাখ টাকা।

আজ শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর দহকোলা গ্রামের মৃত আবের আলী মালিথার বাড়ীর গোয়ালঘর থেকে তিনটি গরু উদ্ধার করা হয়।

ভুক্তভোগী বিল্লাল হোসেন জানান, পাহাড়পুর এলাকার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বুধবার দিনের বেলায় লাল্টু বাহিনীর সদস্যরা মৃত চাঁদ আলী শেখের ছেলে মোঃ মতিয়ার রহমান, তার ছেলে হাবিবুর রহমান সজিব সহ আরও কয়েকজন মিলে আমার বাড়ীর দুইটা ফ্রিজিয়ান ও একটি ষাঁড় গরু লুট করে নিয়ে যায়। পরে কুমারখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও বিষয়টি আমলে নেয়নি ওসি নজরুল ইসলাম। বিষয়টি নথিভুক্ত না করে মৌখিকভাবে দেখবেন বলে জানান তিনি। পরে বিষয়টি কুষ্টিয়া মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।
এরইমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় সন্ধান নিতে থাকে। এক পর্যায় তিনি জানতে পারেন লুটকৃত গরু তিনটি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর ইউনিয়নের দহকোলা গ্রামের মৃত আবের আলী মালিথার ছেলে মাওলানা ফারুক আজম জিহাদীর বাড়ীতে রয়েছে। পরে বিষয়টি নিয়ে থানা পুলিশের মধ্যস্ততায় গোয়ালঘর থেকে তিনটি গরু উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, কুমারখালি উপজেলা চাপড়া ইউনিয়নের পাহাড়পুর গ্রামের বিল্লালের বাড়ী থেকে তিনটি গরু লুট করে নিয়ে যায় লাল্টু বাহিনীর সদস্যরা।
দহকোলা গ্রামের মাওলানা ফারুক আজম জিহাদীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাড়ির গোয়ালঘর থেকে ৩ টি গরু উদ্ধার করে। গরু উদ্ধার করতে পারলেও কাউকে আটক করতে পারে নি।

আলামপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ফিরোজ জানান, কুমারখালি উপজেলার পাহাড়পুর এলাকা থেকে লুট হওয়া তিনটা গরু মোঃ মতিয়ার রহমান তার শশুর বাড়ী কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর দহকোলা

গ্রামের মৃত আবের আলী মালিথার বাড়ীর গোয়ালঘরে রেখে আসে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে গরু তিনটি উদ্ধার করে গরুর মালিক বিল্লাল হোসেন ও কুমারখালি থানার বাঁধবাজার পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এমদাদুল এর কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ২৮৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ২৮৩ বোতল নিষিদ্ধ মাদক ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ দিকে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের একটি টহল টিম উপজেলা সোনাপুর গ্রামের মাঝপাড়া সীমান্তের ১০৫/৩ এস পিলার থেকে ৪০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাঝপাড়া কবরস্থানের পাশে লিচু বাগান থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেনসিডিল গুলো উদ্ধার করে।

মুজিবনগর বিজিবির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবুল বাশার জানান, ভারত থেকে সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে একটি ফেনসিডিলের চালান আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির টহল টিম অভিযান পরিচালনা করে। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা কবরস্থানে পাশে লিচু বাগানের মধ্যে ফেনসিডিল গুলো ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি সেখানে গিয়ে ২৮৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তিনি আরো জানান, উদ্ধারকৃত ফেনসিডিলের উদ্ধারের বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি জিডি করা হবে এবং ফেনসিডিল গুলো বিজিবি সেক্টরে জমা দেওয়া হবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর মাঠ থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

দামুড়হুদা জয়রামপুর কুমারীদহের মাঠ থেকে শওকত আলী নামের একজন কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৭ টার দিকে এ লাশ উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। তিনি জয়রামপুর মল্লিক পাড়ার মৃত বাহাদুর আলীর ছেলে।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর মল্লিক পাড়ার মৃত বাহাদুর আলীর ছেলে শওকত আলী (৫০) পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষপান করে জয়রামপুর কুমারীদহ’র মাঠে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। সকালে মাঠে কৃষি কাজ করতে গিয়ে একজন কৃষক মৃতের লাশ পড়ে থাকতে দেখে দামুড়হুদা মডেল থানায় সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, সেকেন্ড অফিসার এসআই আসাদুজ্জামান আসাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

স্থানীয়রা বলেন, রাত ১২ টা থেকে সে নিখোজ ছিলো। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও তাকে পাওয়া যাইনি। পরে সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে লোক মারফত সংবাদ পাই সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। লোকটি প্রচন্ড হট মেজাজী ছিলো। পরিবারের সাথে কোন রকম মনমালিন্য হলেই সে বিষ পান করতো। এর আগেও সে দুই দুইবার বিষ পান করেছিলো। কিন্তু এবার তৃতীয় বারে তার আর শেষ রক্ষা হলোনা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিবারের কারো কোন অভিযোগ নেই। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত শেষে লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এবিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা রজু করা হয়েছে।